Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতের বিশ্বাস মানব জীবনে কি পরিবর্তন আনে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া

রোলঃ ২৩১০০১২১০৭১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতের বিশ্বাস মানব জীবনে কি পরিবর্তন আনে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া

রোলঃ ২৩১০০১২১০৭১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আখেরাতের বিশ্বাস মানব জীবনে কি পরিবর্তন আনে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া, আইডিঃ ২৩১০০১২১০৭১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখেরাতের বিশ্বাস মানব জীবনে কি পরিবর্তন আনে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাদিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

সাদিয়া

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ ২৩১০০১২১০৭১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

*ভূমিকা: 5
প্রথম অধ্যায়: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাত শর্ত 7
দ্বিতীয় অধ্যায়: মৃত্যু ভুলে থাকা আল্লাহর রহমত 10
তৃতীয় অধ্যায়: তাওবা ও আল্লাহর ক্ষমার দরজা 11
চতুর্থ অধ্যায়: কবরের জীবন আলমে বারযাখ 15
পঞ্চম অধ্যায়: আখিরাতের ধাপগুলো 17
ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকৃত মুসলিমের সংজ্ঞা ও দুনিয়ার বাস্তবতা 20
*সপ্তম অধ্যায়: দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র 22
অষ্টম অধ্যায়: দুনিয়াকে ভালোবাসার ভয়ংকর পরিণতি 24
নবম অধ্যায়: সাহাবিদের ঈমান গ্রহণের পর দিনগুলো 25
দশম অধ্যায়: প্রকৃত মুসলিম হওয়া যার সংজ্ঞা ও দায়িত্ব 27
একাদশ অধ্যায় তাবিদের দুনিয়া...28
দ্বাদশ অধ্যায়: দুনিয়া অভিশপ্ত - হাদিসের ব্যাখ্যা ও সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি.......................29
ত্রয়োদশ অধ্যায়: সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যু - যুহদের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত*...33
চতুর্দশ অধ্যায়: সাঈদ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তাকওয়া 38
উপসংহার 40

*ভূমিকা:

ঘুমন্ত উম্মতকে জাগানোর ডাক*

আমরা শেষ যামানায় বাস করছি। চারপাশে ফিতনা, গাফেলতি, দুনিয়ার মোহ। মুসলিম নাম আছে, ঈমান আছে, কিন্তু সাহাবিদের মতো ত্যাগ নাই। সালাফদের মতো আখিরাতের ভয় নাই।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন:
আরবি: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
উচ্চারণ: ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন
অর্থ: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬

মানুষ দুনিয়ায় এসেছে পরীক্ষা দিতে। কুরআনেই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন:
আরবি: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

উচ্চারণ: আল্লাযি খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিইয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা
অর্থ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য কে আমলে উত্তম। সূরা মুলক ৬৭:২

আজকের মুসলিম উম্মতের বড় সমস্যা হলো আমরা আখিরাত ভুলে গেছি। দুনিয়াকে আসল ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছি। অথচ সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে তাবিয়িরা দুনিয়াকে মুসাফিরখানা মনে করতেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আরবি: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

উচ্চারণ: কুন ফিদ দুনইয়া কাআন্নাকা গারীবুন আও আবিরু সাবীল
অর্থ: দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি অচেনা মুসাফির অথবা পথিক। বুখারি **৬৪১৬**

এই বিষয়ে উদ্দেশ্য তিনটা। এক, মৃত্যু, কবর, হাশর, পুলসিরাতের ভয় অন্তরে জাগানো। দুই, সাহাবি তাবিয়িদের ত্যাগের গল্প শুনিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙানো। তিন, প্রকৃত মুসলিম হওয়ার সংজ্ঞা কুরআন সুন্নাহ থেকে পরিষ্কার করা।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাত শর্ত

কালেমা মুখে বলা সহজ। কিন্তু কবুল হওয়ার জন্য সাতটা শর্ত লাগে। শর্ত ছাড়া কালেমা পাখির বুলির মতো।

১. ইলম জ্ঞান
শর্ত হলো কালেমার অর্থ জানা। লা ইলাহা মানে কোনো ইলাহ নাই। ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া। তাগুতকে অস্বীকার করা, আল্লাহকে এক মানা।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

উচ্চারণ: ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
অর্থ: জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৯

২. ইয়াকীন দৃঢ় বিশ্বাস
সন্দেহ থাকা যাবে না। মুনাফিকরা মুখে বলত কিন্তু অন্তরে সন্দেহ রাখত।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
উচ্চারণ: ইন্নামাল মুমিনুনাল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সুম্মা লাম ইয়ারতাবু
অর্থ: মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনে তারপর সন্দেহ করে না। সূরা হুজরাত ৪৯:১৫

৩. কবুল গ্রহণ করা
শুধু জানলেই হবে না, অন্তর দিয়ে মেনে নিতে হবে। আবু তালিব সব জানতেন, মানতেনও। কিন্তু অহংকারে গ্রহণ করেননি। শেষে কালেমা পড়েননি।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

উচ্চারণ: ইন্নাহুম কানু ইযা কীলা লাহুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াস্তাকবিরুন

অর্থ: তাদেরকে যখন বলা হতো আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই, তারা অহংকার করত। সূরা সাফফাত ৩৭:৩৫

৪. ইনকিয়াদ আনুগত্য করা

মুখে মানলাম, কাজে মানলাম না এটা নিফাক। কালেমা মানা মানে আল্লাহর সব হুকুম মানা।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

উচ্চারণ: ওয়া আনিবু ইলা রাব্বিকুম ওয়া আসলিমু লাহু

অর্থ: তোমরা তোমাদের রবের দিকে ফিরে যাও এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করো। সূরা যুমার ৩৯:৫৪

৫. সিদক সত্যবাদিতা

মুখে এক অন্তরে আরেক এটা মুনাফিকি।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: **الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ**

উচ্চারণ: আলিফ লাম মীম, আহাসিবান নাসু আই ইউতরাকু আই ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইউফতানুন

অর্থ: মানুষ কি ভাবে তারা ঈমান এনেছি বললেই পরীক্ষা ছাড়া ছেড়ে দেওয়া হবে। সূরা আনকাবুত ২৯:১-২

৬. ইখলাস একনিষ্ঠতা
শুধু আল্লাহর জন্য। লোক দেখানো শিরক।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
উচ্চারণ: ইন্নামাল আমালু বিন নিয়্যাত
অর্থ: কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। বুখারি **১**

৭. মুহাব্বত ভালোবাসা
আল্লাহ ও রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**
উচ্চারণ: ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ
অর্থ: যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সূরা বাকারা **২:১৬৫**

এই সাত শর্ত ছাড়া কালেমা শুধু জিহ্বার শব্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মৃত্যু ভুলে থাকা আল্লাহর রহমত

মৃত্যু সত্য। কেউ অস্বীকার করতে পারে না।
আল্লাহ বলেন:
আরবি: **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ**
উচ্চারণ: কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত
অর্থ: প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: **أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ**
উচ্চারণ: আকসিরু যিকরা হাযিমিল লাযযাত
অর্থ: স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করো। তিরমিযি ২৩০৭

মৃত্যু ভুলে থাকা রহমত কেন
১. যদি ২৪ ঘণ্টা কবরের চিন্তা থাকত তবে মানুষ কাজ করত না। ক্ষেত চাষ, ব্যবসা, সংসার সব বন্ধ হয়ে যেত।
২. আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করাও ইবাদত।
৩. অতিরিক্ত ভয় মানুষকে হতাশ করে দেয়।

সালাফদের ভারসাম্য ছিল। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, মুমিন দিনের বেলা দুনিয়ার কাজ করে যেন চিরকাল থাকবে। রাতের বেলা আমল করে যেন কালই মারা যাবে।
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ
উচ্চারণ: আল মাউতু তুহফাতুল মুমিন
অর্থ: মুমিনের মৃত্যু উপহার। মুসনাদ আহমদ ৬৫০৭

মুমিনের জন্য মৃত্যু হলো দুনিয়ার কয়েদখানা থেকে জান্নাতের বাগানে যাওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়: তাওবা ও আল্লাহর ক্ষমার দরজা

মানুষ গুনাহ করবেই। এটা মানুষের স্বভাব। কিন্তু গুনাহের উপর অটল থাকা শয়তানের স্বভাব। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ
উচ্চারণ: কুল্লু বানি আদামা খাত্তাউন ওয়া খাইরুল খাত্তাঈনাত তাওয়াবুন
অর্থ: আদম সন্তান মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম তারা যারা তাওবা করে। তিরমিযি ২৪৯

১. আল্লাহর রহমতের ঘোষণা

গুনাহ করে মানুষ যখন হতাশ হয়, শয়তান কানে কানে বলে তোর তাওবা কবুল হবে না। তখন আল্লাহ কুরআন নাজিল করে বান্দাকে ডাক দেন:

আরবি: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
উচ্চারণ: কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামীআ, ইন্নাহু হুয়াল গাফুর রাহীম
অর্থ: বলো হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা যুমার ৩৯:৫৩

শিরক, খুন, যিনা, সুদ যাই করো না কেন, তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন।

২. তাওবা কবুলের ৩ শর্ত

ইমাম নবি রহিমাহুল্লাহ রিয়াদুস সালেহীনে লিখেছেন তাওবা কবুলের জন্য ৩ শর্ত লাগবে:

এক. গুনাহ তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেওয়া। মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ বলো আর হাতে হারাম ধরো এটা তাওবা না।

দুই. গুনাহের জন্য অন্তরে লজ্জিত হওয়া। চোখে পানি না আসলেও অন্তর কাঁপতে হবে।

তিন. ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করা। নিয়ত করতে হবে।

যদি মানুষের হক নষ্ট হয় তবে চার নাম্বার শর্ত যোগ হবে। টাকা নিলে ফেরত দেওয়া, গীবত করলে মাফ চাওয়া।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: **وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى**
উচ্চারণ: ওয়া ইন্নি লাগাফফারুল লিমান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা সালিহান সুম্মাহতাদা
অর্থ: আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তারপর সঠিক পথে থাকে। সূরা ত্বাহা ২০:৮২

৩. আল্লাহ বান্দার তাওবায় কত খুশি হন

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা উদাহরণ দিলেন:
আরবি: **لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَضَلَّتْ مِنْهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَنَامَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ عَادَتْ رَاحِلَتُهُ**
উচ্চারণ: লাল্লাহু আশাদ্দু ফারাহাম বিটাওবাতি আবদিহি মিন আহাদিকুম কানা আলা রাহিলাতিহি ফাদাল্লাত মিনহু ফাইয়িসা মিনহা ফানামা তাহতা শাজারাতিন ফাস্তাইকাজা ওয়া কাদ আদাত রাহিলাতুহু
অর্থ: আল্লাহ তার বান্দার তাওবায় ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যে মরুভূমিতে উট হারিয়ে নিরাশ হয়ে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে উট তার সামনে দাঁড়ানো। মুসলিম ২৭৪৭

যে রবের কোনো কিছুর অভাব নাই, সে আমার একটা আস্তাগফিরুল্লাহর জন্য এত খুশি হন।

৪. সালাফদের তাওবার ঘটনা

মালিক বিন দীনার রহিমাহুল্লাহ ছিলেন মদখোর, জুয়াড়ি। একদিন নেশার ঘোরে ঘরে ফিরে মেয়ের কান্না শুনলেন। মেয়ে তাকে পানি দিল। পানি পড়ে গেল। মেয়ে বলল আব্বা আপনি আল্লাহকে ভয় করেন না।

সেদিন রাতে তাহাজ্জুদের সময় কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন:
আরবি: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
উচ্চারণ: আলাম ইয়ানি লিল্লাযীনা আমানু আন তাখশাআ কুলুবুহুম লিযকরিল্লাহ
অর্থ: যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তর কি আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি। সূরা হাদীদ ৫৭:১৬

তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন আর বললেন হ্যাঁ হে রব, এখনই সময় হয়েছে। সেদিন থেকে তিনি যামানার আবিদ হয়ে গেলেন।

ফুদাইল বিন ইয়াদ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন পাহাড়ের ডাকাত সর্দার। এক রাতে এক মেয়ের দেওয়াল টপকাচ্ছিলেন। তখন উপরের ঘর থেকে তিলাওয়াত ভেসে এলো সেই একই আয়াত। তিনি দেওয়াল থেকে নেমে বললেন হে রব, আমি তাওবা করলাম। পরে তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ আলিম হলেন।

৫. তাওবা দেরি করার ধোঁকা

শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো বিলম্ব। বলে এখন তুমি জোয়ান, মজা করো। বুড়া হলে মসজিদে যেও।

কিন্তু মৃত্যুর টিকেট কারো হাতে নাই। আল্লাহ বলেন:

আরবি: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

উচ্চারণ: ওয়া লাইসাতিত তাওবাতু লিল্লাযীনা ইয়ামালুনাস সাইয়িআতি হাত্তা ইযা হাদারা আহাদাহুমুল মাউতু কালা ইন্নি তুবতুল আনা

অর্থ: তাওবা তাদের জন্য না যারা গুনাহ করতে থাকে। যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে এখন তাওবা করলাম। সূরা নিসা ৪:১৮

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আরবি: إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা ইয়াবসুতু ইয়াদাহু বিল্লাইলি লিইয়াতুবা মুসীউন নাহারি ওয়া ইয়াবসুতু ইয়াদাহু বিন নাহারি লিইয়াতুবা মুসীউল লাইল

অর্থ: আল্লাহ দিনের গুনাহগারকে মাফ করার জন্য রাতে হাত বাড়ান, রাতের গুনাহগারকে মাফ করার জন্য দিনে হাত বাড়ান। মুসলিম ২৭৫৯

চতুর্থ অধ্যায়: কবরের জীবন আলমে বারযাখ

মৃত্যুর পর আর কিয়ামতের আগে মধ্যবর্তী জীবনকে বারযাখ বলে।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: **وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ**
উচ্চারণ: ওয়া মিম ওয়ারাইহিম বারযাখুন ইলা ইয়াওমি ইউবআসুন
অর্থ: তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত। সূরা মুমিনুন ২৩:১০

কবরের তিন প্রশ্ন
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাইয়েতকে কবরে রাখার পর ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করে:
আরবি: **مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ**
উচ্চারণ: মান রাব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান হাযার রাজুল্লাযি বুইসা ফিকুম
অর্থ: তোমার রব কে তোমার দীন কী তোমাদের মধ্যে যাকে পাঠানো হয়েছিল সে কে। আবু দাউদ ৪৭৫৩

মুমিন জবাব দেয়: রাব্বি আল্লাহ, দীনি আল ইসলাম, হাযা রাসূলুল্লাহ।

কাফির মুনাফিক বলে: হা হা লা আদরী। আমি জানি না।

কবরের দুই অবস্থা
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: **الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ**
উচ্চারণ: আল কাবরু রওদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার
অর্থ: কবর হয় জান্নাতের বাগান নয় জাহান্নামের গর্ত। তিরমিযি ২৪৬০

মুমিনের কবর ৭০ হাত প্রশস্ত হয়। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। কাফিরের কবর চেপে ধরে পাজরের হাড় ভেঙে যায়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করতেন জান্নাত জাহান্নামের কথা শুনে কাঁদেন না, কবরের কথা শুনে কাঁদেন কেন। তিনি বলতেন কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। কবরে মুক্তি পেলে পরে সব সহজ।

পঞ্চম অধ্যায়: আখিরাতের ধাপগুলো

১. কিয়ামত সিঙ্গায় ফুঁক

ইসরাফিল আলাইহিস সালাম দুইবার সিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। প্রথম ফুঁতে সব মারা যাবে। দ্বিতীয় ফুঁতে সব জীবিত হবে।

আল্লাহ বলেন:

আরবি: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

উচ্চারণ: ওয়া নুফিখা ফিস সুরি ফা সাইকা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদি সুম্মা নুফিখা ফীহি উখরা ফা ইযা হুম কিয়ামুন ইয়ানযুরুন

অর্থ: শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। আসমান যমিনের সবাই বেহুঁশ। তারপর আবার ফুঁ। তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাবে। সূরা যুমার ৩৯:৬৮

২. বাআস পুনরুত্থান

আল্লাহ মাটি থেকে আবার মানুষ বানাবেন। মেরুদণ্ডের নিচের আজবুয যানাব হাড় থেকে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আরবি: كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ

উচ্চারণ: কুল্লু ইবনি আদামা ইয়াবলা ইল্লা আজ্জাবা যানাবি মিনহু খুলিকা ওয়া মিনহু ইউরাক্কাব

অর্থ: আদম সন্তানের সব পচে যাবে শুধু মেরুদণ্ডের নিচের হাড় বাকি থাকবে। ওটা থেকেই গড়া হবে। বুখারি ৪৯৩৫

৩. হাশর একত্রিত হওয়া

সব মানুষ খালি পা, খালি গা, খাতনাবিহীন অবস্থায় মাহশারের মাঠে দাঁড়াবে। সূর্য এক বিঘত উপরে থাকবে। ঘামে মানুষ ডুবে যাবে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
উচ্চারণ: ইউহশারুন নাসু ইয়াওমাল কিয়ামাতি হুফাতান উরাতান গুরলান
অর্থ: কেয়ামতের দিন মানুষ উঠবে খালি পা, খালি গা, খাতনাবিহীন। মুসলিম ২৮৬৪

৪. হিসাব ও মিযান
প্রত্যেকের আমলনামা খোলা হবে। ডান হাতে পেলে মুক্তি। বাম হাতে পেলে ধ্বংস।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
উচ্চারণ: ওয়া নাদাউল মাওয়াযীনাল কিসতা লিইয়াওমিল কিয়ামাহ ফালা তুযলামু নাফসুন শাইআ
অর্থ: কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কারো উপর একটুও জুলুম হবে না। সূরা আম্বিয়া ২১:৪৭

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৯টা গুনাহের খাতা থেকে ভারী হয়ে যাবে।

৫. পুলসিরাত
জাহান্নামের উপর চুলের চেয়ে চিকন তরবারির চেয়ে ধারালো সেতু। আমল অনুযায়ী পার হবে। কেউ বিজলীর গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে। অনেকে পড়ে যাবে।

৬. জান্নাত জাহান্নাম
শেষ ফয়সালা। মুমিন চিরকাল জান্নাতে। কাফির চিরকাল জাহান্নামে।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ

উচ্চারণ: ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিইয়ামীনিহি ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়াহ, ওয়া আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশিমালিহি ফাইয়াকুলু ইয়া লাইতানি লাম উতা কিতাবিয়াহ

অর্থ: যাকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে সে সুখী জীবনে থাকবে। আর যাকে বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে হায় আমার আমলনামা যদি না দেওয়া হতো। সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৯-২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকৃত মুসলিমের সংজ্ঞা ও দুনিয়ার বাস্তবতা

প্রকৃত মুসলিম মানে মুসলিম নামধারী না। বরং সাহাবিদের মতো ঈমান ও আমলের অধিকারী।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
উচ্চারণ: ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন
অর্থ: আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য। সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬

দুনিয়া অভিশপ্ত
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا
উচ্চারণ: আলা ইন্নাদ দুনইয়া মালউনাতুন ওয়া মালউনুন মা ফিহা ইল্লা যিকরাল্লাহি ওয়া মা ওয়ালাহু ওয়া আলিমান আও মুতাআল্লিমান
অর্থ: জেনে রাখো দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত। শুধু আল্লাহর যিকির, যিকিরের সাথে যা লাগানো, আলিম ও তালিবে ইলম বাদে। তিরমিযি ২৩২

অভিশপ্ত কাজ: সুদ, ঘুষ, ধোঁকা, জুলুম, অহংকার, স্ট্যাটাসের প্রতিযোগিতা।

বরকতময় কাজ: নামাজ, রোজা, দান, মা বাবার খেদমত, হাল রিজিক, ইলম শিক্ষা।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا
উচ্চারণ: মাছালি ওয়া মাছালুদ দুনইয়া কামাছালি রাকিবিন ইস্তাযাল্লা তাহতা শাজারাতিন সুম্মা রাহা ওয়া তারাকাহা
অর্থ: আমার আর দুনিয়ার সম্পর্ক মুসাফিরের মতো। যে গাছের নিচে বিশ্রাম করে আবার চলে যায়। তিরমিযি ২৩৭

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ভয়

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:

আরবি: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَسَنَاتِي عُجِّلَتْ لِي

উচ্চারণ: ইন্নি লাআখাফু আই ইয়াকুনা হাসানাতি উজ্জিলাত লি

অর্থ: আমি ভয় পাই আমার নেকিগুলো যেন দুনিয়াতেই আগাম দিয়ে দেওয়া না হয়। হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৫০

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে চাটাইয়ের দাগ দেখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদেছিলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

আরবি: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ

উচ্চারণ: আমা তারদা আন তাকুনা লাহুমুদ দুনইয়া ওয়ালানা আখিরাহ

অর্থ: তুমি কি রাজি নও তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত। বুখারি ৪৯১৩

*সপ্তম অধ্যায়: দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র । এই কথার মূল ভাবার্থ হাদিসের মর্ম ও সাহাবিদের উক্তি থেকে এসেছে। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন দুনিয়া আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র।

শস্যখেতের কাজ হলো বীজ বপন করা, পানি দেওয়া, পরিচর্যা করা। ফসল কাটা হয় পরে। দুনিয়া হলো বীজ বপনের সময়। আখিরাত হলো ফসল কাটার সময়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
আরবি: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
উচ্চারণ: ফামাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খাইরাই ইয়ারাহ। ওয়া মাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররাই ইয়ারাহ
অর্থ: যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখবে। আর যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখবে। সূরা যিলযাল ৯:৭-৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
উচ্চারণ: আদ দুনিয়া সিজনুল মুমিনি ওয়া জান্নাতুল কাফির
অর্থ: দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত। সহীহ মুসলিম ২৯৫৬

কুরআনে মৃত্যুর পর মানুষ আফসোস করে বলবে:
আরবি: يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
উচ্চারণ: ইয়া লাইতানি কাদ্দামতু লি হায়াতি
অর্থ: হায় আমি যদি আখিরাতের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম। সূরা ফজর ৮৯:২৪

ইমাম গাযযালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়া যদি আখিরাতের শস্যখেত না হতো তবে দুনিয়ার কোনো মূল্য থাকত না।

মুমিনের কাজ হলো দুনিয়াকে কাজে লাগানো। হাল রিজিক কামানো, পরিবারের ভরণপোষণ দেওয়া, দান করা, নামাজ পড়া, মানুষের উপকার করা। এগুলোই আখিরাতের পুঁজি।

অষ্টম অধ্যায়: দুনিয়াকে ভালোবাসার ভয়ংকর পরিণতি

দুনিয়া ভালোবাসা নিজে খারাপ না। খারাপ হয় যখন দুনিয়া অন্তরে জায়গা নেয় আর আখিরাত ভুলে যাই।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: يُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
উচ্চারণ: ইউসিরুনাল হায়াতাদ দুনইয়া আলাল আখিরাহ
অর্থ: তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। সূরা নাহল **১৬:১০৭**

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ
উচ্চারণ: হুব্বুদ দুনইয়া রাসু কুল্লি খাতিআহ
অর্থ: দুনিয়ার ভালোবাসা সব পাপের মূল। বায়হাকী
দুনিয়া পাগল মানুষের ৫টা ক্ষতি:
১. আখিরাত ভুলে যায়। নামাজ, দান, সত্য সব ছেড়ে দেয়।
২. অন্তর শক্ত হয়ে যায়। গরিবের কান্না স্পর্শ করে না।
৩. লোভ বাড়ে। **১**টা পেলে **১০**টার চাহিদা হয়।
৪. হারামে জড়ায়। সুদ, ঘুষ, মিথ্যা দিয়ে দুনিয়া টিকায়।
৫. মৃত্যুর সময় আফসোস করে। কিছুই সাথে যায় না।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا
উচ্চারণ: লাও কানা লিবনি আদামা ওয়াদিয়ানি মিন যাহাবিল লাবতাগা সালিসা
অর্থ: আদম সন্তানের যদি সোনার দুইটা উপত্যকা থাকে, সে তৃতীয়টা চাইবে। বুখারি ৬৪৩৯

দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় রাখো, অন্তরে না। হাতের মুঠোয় থাকলে ব্যবহার করতে পারবে। অন্তরে ঢুকলে সে তোমাকে ব্যবহার করবে।

নবম অধ্যায়: সাহাবিদের ঈমান গ্রহণের পর দিনগুলো

সাহাবিরা কালেমা পড়ার পর আরামে ছিলেন না। তাদের জীবন ছিল কষ্ট, ত্যাগ আর সবরের গল্প।

মক্কার দিনগুলো:
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গরম বালিতে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হতো। তিনি শুধু বলতেন আহাদ আহাদ।

ইয়াসির ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইসলামের জন্য শহীদ হওয়া প্রথম পরিবার। বর্শার আঘাতে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা শহীদ হন।

বনু হাশিম ৩ বছর শিবে আবি তালিবে বন্দি ছিল। খাওয়ার জন্য গাছের পাতা খেতে হয়েছে।

হিজরতের দিনগুলো:
সাহাবিরা বাড়ি, জমি, ব্যবসা, পরিবার সব ফেলে মদীনায় এসেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সম্পদ নিয়ে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে তরবারি হাতে কাবা ঘুরে হিজরত করেন।

আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন:
আরবি: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
উচ্চারণ: ওয়াস সাবিকুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসার, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহ
অর্থ: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। সূরা তাওবা ৯:১০

মদীনার যুদ্ধের দিনগুলো:

বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পরিখা খুঁড়েছেন। পেটে পাথর বেঁধেছেন। উহুদে মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরীর চেনা যাচ্ছিল না।

কিন্তু কেউ পিছপা হননি। কারণ তাদের কাছে দুনিয়ার চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর আখিরাত বড় ছিল।

দশম অধ্যায়: প্রকৃত মুসলিম হওয়া যার সংজ্ঞা ও দায়িত্ব

প্রকৃত মুসলিম মানে শুধু নামে মুসলিম না। বরং নবি, সাহাবি, তাবিয়িদের মতো চিন্তা, আখলাক, ত্যাগ ধারণ করা।

আল্লাহ বলেন:
আরবি: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
উচ্চারণ: কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তামুরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকারি ওয়া তুমিনুনা বিল্লাহ
অর্থ: তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা দাও, আল্লাহর উপর ঈমান রাখো। সূরা আলে ইমরান ৩:১০

প্রকৃত মুসলিমের ৩টা চিহ্ন:
আকিদা: আল্লাহকে এক মানা, রাসূলকে শেষ নবি মানা, আখিরাতে বিশ্বাস।
ইবাদত: নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ শুধু না। জীবনের প্রতিটা কাজ আল্লাহর হুকুম মেনে করা।
আখলাক ও জিহাদ: সত্যের জন্য দাঁড়ানো, জুলুমের বিরুদ্ধে লড়া, মানুষের উপকার করা।
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মডেল:
৪০ বছর আগে আল আমিন। নবুওয়াতের পর ১৩ বছর গালি, পাথর, বয়কট সহ্য। মদীনায় রাষ্ট্র গড়েও খেজুর পাতার বিছানায় ঘুমাতেন। পেটে দুইটা পাথর বাঁধতেন।
সাহাবিদের সংগ্রাম:
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সম্পদ দান করে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন পরিবারের জন্য কী রাখলে। বললেন আল্লাহ আর তার রাসূল।

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুতার যুদ্ধে দুই হাত কাটা গেলেও ইসলামের পতাকা হাতের গোড়ালি দিয়ে ধরে রেখেছিলেন।

একাদশ অধ্যায় তাবিদের দুনিয়া

তাবিয়ি মানে যারা সাহাবিদের দেখেছেন। তারা ইলম সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব: মদীনার শ্রেষ্ঠ আলিম। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুমের সামনেও সত্য বলেছেন। জেলে গেছেন, মাথা নত করেননি।

হাসান বসরি: খলিফাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে খুতবা দিতেন। বলতেন মৃত্যুকে ভয় করো না, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করো।

উমর বিন আবদুল আজিজ: খলিফা হয়ে রাষ্ট্রকে সাহাবিদের আদর্শে ফিরিয়ে আনেন। ২ বছরে ন্যায়বিচার কায়েম করে দেখান ইসলাম কী পারে।

তাবিয়িরা দেখান প্রকৃত মুসলিম মানে শুধু যুদ্ধ না। ইলম, তাকওয়া আর ইনসাফ দিয়েও দ্বীন কায়েম করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়: দুনিয়া অভিশপ্ত - হাদিসের ব্যাখ্যা ও সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়া নিজে খারাপ না। কিন্তু যে দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয় সেটাই অভিশপ্ত।

হাদিসের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আরবি: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

উচ্চারণ: আলা ইন্নাদ দুনইয়া মালউনাতুন ওয়া মালউনুন মা ফিহা ইল্লা যিকরাল্লাহি ওয়া মা ওয়ালাহু ওয়া আলিমান আও মুতাআল্লিমান

অর্থ: জেনে রাখো, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তা অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকির এবং যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তা বাদে, আলিম অথবা তালিবে ইলম বাদে। তিরমিযি ২৩২ - হাসান সহীহ

অভিশপ্ত দুনিয়ার ৫টা বৈশিষ্ট্য

১. হারাম উপার্জন

সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, ওজনে কম দেওয়া, মানুষের হক নষ্ট করা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আরবি: لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

উচ্চারণ: লাআনাল্লাহু আকিলার রিবা ওয়া মুকিলাহু ওয়া কাতিবাহু ওয়া শাহিদাইহ

অর্থ: আল্লাহ সুদখোর, সুদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষী সবার উপর লানত করেছেন। **মুসলিম ১৫৯৮**

২. গাফেল করে দেওয়া বিনোদন

যে খেলা, গান, সিরিয়াল মানুষকে নামাজ, কুরআন, জিকির থেকে দূরে সরায়। আল্লাহ বলেন:

আরবি: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ**

উচ্চারণ: ওয়া মিনান নাসি মাই ইয়াশতারী লাহওয়াল হাদীসি লিইউদিল্লা আন সাবীলিল্লাহ
অর্থ: মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত বাজে কথা খরিদ করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। সূরা লুকমান ৩১:৬

৩. অহংকার ও স্ট্যাটাসের প্রতিযোগিতা
বড় বাড়ি, দামি গাড়ি, ব্র্যান্ডের কাপড় দেখিয়ে গর্ব করা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
আরবি: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ
উচ্চারণ: মান কানা ফি ক্বালবিহি মিসকালু যাররাতিম মিন কিবরিল লাম ইয়াদখুলিল জান্নাহ
অর্থ: যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। মুসলিম ৯১

৪. ক্ষমতা ও জুলুমের লোভ
মানুষের উপর জুলুম করে চেয়ার টিকানো। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:
আরবি: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا
উচ্চারণ: ইয়া ইবাদি ইন্নি হাররামতুজ জুলমা আলা নাফসি ওয়া জাআলতুহু বাইনাকুম মুহাররামান ফালা তাযালামু
অর্থ: হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার উপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও জুলুম হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না। মুসলিম ২৫৭

৫. দুনিয়াকে আসল লক্ষ্য বানানো
আল্লাহ বলেন:
আরবি: مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا
উচ্চারণ: মান কানা ইউরীদুল আযিলাতা আজ্জালনা লাহু ফীহা মা নাশাউ লিমান নুরীদু সুম্মা জাআলনা লাহু জাহান্নামা ইয়াসলাহা মাযমুমাম মাদহুরা

অর্থ: যে দুনিয়া চায় আমি তাকে দুনিয়া দেই যা চাই যাকে চাই। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সে সেখানে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। সূরা ইসরা ১৭:১৮

বরকতময় দুনিয়ার ৪টা কাজ
হাদিসে যেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো বরকতময়:

১. আল্লাহর যিকির: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এগুলো জান্নাতে গাছ লাগানো। তিরমিযি ৩৪৬২

২. যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে: হাল রিজিক কামানো, স্ত্রী সন্তানের ভরণপোষণ, মা বাবার খেদমত, মানুষের উপকার।

৩. আলিম: যিনি কুরআন সুন্নাহর ইলম রাখেন এবং মানুষকে শিক্ষা দেন।

৪. তালিবে ইলম: যে ইলম শিখছে। ফেরেশতারা তার জন্য ডানা বিছিয়ে দেয়। তিরমিযি ২৬৮

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টান্ত
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ঢুকে দেখলেন খেজুর পাতার চাটাইয়ের দাগ তার পিঠে লেগে গেছে। ঘরে একটা মশক, কিছু যব ছাড়া কিছুই নাই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে দিলেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:
আরবি: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا
উচ্চারণ: মা লি ওয়া লিদ দুনইয়া, মা আনা ফিদ দুনইয়া ইল্লা কারাকিবিন ইস্তাযাল্লা তাহতা শাজারাতিন সুম্মা রাহা ওয়া তারাকাহা
অর্থ: দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? দুনিয়াতে আমি তো সেই মুসাফিরের মতো যে গাছের নিচে একটু বিশ্রাম করে আবার চলে যায়। তিরমিযি ২৩৭

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৬ হিজরীতে মাদায়েনে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর আগে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে আসেন। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি তো বদর, উহুদের সাহাবি।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
আরবি: حَاشَ لِي لَا أَبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِيَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِنِّي أَرَى حَوْلِي هَذَا
উচ্চারণ: হাশা লি লা আবকি জাঝাআন মিনাল মাউত, ওয়া লা হিরসান আলাদ দুনইয়া, ওয়া লাকিন্নি সামিতু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু: লিয়াকুন বুলগাতু আহাদিকুম মিনাদ দুনইয়া কাযাদির রাকিব, ওয়া ইন্নি আরা হাওলি হাযা
অর্থ: আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার লোভেও না। কিন্তু আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: তোমাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার সম্বল হোক মুসাফিরের পাথেয়ের মতো। আর আমি দেখছি আমার চারপাশে এত সম্পদ জমে গেছে। মুসনাদ আহমদ ২৩০৮৫

তার ঘরে তখন একটা বড় থালা, মাটির পাত্র, কিছু কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। মৃত্যুর সময় মাত্র ১৫ দিরহাম ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন সালমান তো পারস্যের রাজপুত্র ছিলেন। অথচ মারা গেলেন মাত্র ১৫ দিরহাম নিয়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:
আরবি: **سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ**
উচ্চারণ: সালমানু মিন্না আহলাল বাইত
অর্থ: সালমান আমাদের আহলে বাইতের একজন। তিরমিযি ৩২৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যু - যুহদের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত*

সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে ত্যাগ, ইলম ও যুহদের প্রতীক। পারস্যের রাজপুত্র থেকে মদীনার খাদেম। দুনিয়ার সব আরাম ত্যাগ করে সত্যের খোঁজে বের হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মর্যাদা দিয়ে বলেছেন:

আরবি: سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ
উচ্চারণ: সালমানু মিন্না আহলাল বাইত
অর্থ: সালমান আমাদের আহলে বাইতের একজন। তিরমিযি ৩২৫৪, মুসনাদ আহমদ ২৩৪০৬

১. খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গভর্নর নিয়োগ

হিজরী ১৬ সালে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েন তথা পারস্যের রাজধানী সিসিফুন বিজয়ের পর সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। বেতন ধার্য করলেন ৫ হাজার দিরহাম।

কিন্তু সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বেতনের টাকা নিজের কাছে রাখতেন না। প্রতি জুমার দিন সব টাকা একটা কাপড়ে বেঁধে গরিব মুসলিমদের মাঝে ছুঁড়ে দিতেন। বলতেন হে আল্লাহ আমি সাক্ষী থাকলাম, আমি এর থেকে এক দিরহামও নেইনি।

নিজের জীবিকা চলত ঝুড়ি বানিয়ে। বাজারে খেজুর পাতা কিনতেন ৩ দিরহাম দিয়ে। সারাদিন ঝুড়ি বানাতেন। বিক্রি করে যা পেতেন তার থেকে ১ দিরহাম নিজের খাবারের জন্য রাখতেন, বাকি ২ দিরহাম সদকা করে দিতেন।

মানুষ বলত হে আবু আব্দুল্লাহ আপনি আমিরুল মুমিনের নিযুক্ত গভর্নর। আপনার খাদেম আছে, বাহন আছে। আপনি কেন নিজে ঝুড়ি বান?

তিনি জবাব দিতেন: **আরবি: أُرِيدُ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِي**
উচ্চারণ: উরীদু আন আকুলা মিন আমালি ইয়াদি
অর্থ: আমি চাই আমার হাতের উপার্জন থেকে খেতে। মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৮/১৬৮

২. মৃত্যুশয্যার ঘটনা ৩৬ হিজরী

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৬ হিজরীতে মাদায়েনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে যান।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

আরবি: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ أَلَسْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَسْتَ حَضَرْتَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ؟
উচ্চারণ: মা ইউবকীকা ইয়া আবা আবদিল্লাহ? আলাস্তা সাহিবা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? আলাস্তা হাদারতা মাআহুল মাশাহিদা?
অর্থ: হে আবু আব্দুল্লাহ আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি নন? আপনি কি তার সাথে সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না?

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন সেই বিখ্যাত বাণী:
আরবি: حَاشَ لِي لَا أَبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِيَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِنِّي أَرَى حَوْلِي هَذَا
উচ্চারণ: হাশা লি লা আবকি জাঝাআন মিনাল মাউত, ওয়া লা হিরসান আলাদ দুনইয়া, ওয়া লাকিন্নি সামিতু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু: লিয়াকুন বুলগাতু আহাদিকুম মিনাদ দুনইয়া কাযাদির রাকিব, ওয়া ইন্নি আরা হাওলি হাযা
অর্থ: খবরদার, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার লোভেও না। কিন্তু আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার সম্বল

হোক মুসাফিরের পাথেয়ের মতো। আর আমি দেখছি আমার চারপাশে এই সামান্য আসবাব। মুসনাদ আহমদ ২৩০৮৫, আল মুস্তাদরাক ৮৩১

তখন তার ঘরে ছিল মাত্র একটা বড় মাটির থালা, একটা পানির পাত্র, একটা পুরাতন চাদর আর কয়েকটা জামা। এই সামান্য জিনিসকেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশের বিপরীত মনে করছিলেন।

৩. কাফনের জন্য ওসিয়ত

মৃত্যুর আগে তিনি বাজারে গিয়ে ৩টি সাদা চাদর কিনে আনলেন। দাম ছিল মাত্র ৫ দিরহাম। সাহাবিরা বললেন হে আবু আব্দুল্লাহ আপনার জন্য দামি কাফন আনি।

তিনি বললেন:
আরবি: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ سُحُولِيَّيْنِ فَإِنْ كَفَانِي هَذَانِ وَإِلَّا فِي حَصِيرٍ
উচ্চারণ: ইন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কুফিনা ফি সাওবাইনি সুহূলিইয়্যাইনি ফাইন কাফানি হাযানি ওয়া ইল্লা ফি হাসীর
অর্থ: নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুইটি সাদা চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। যদি এই দুইটা আমাকে যথেষ্ট হয় তো ভালো। আর না হলে চাটাই দিয়ে কাফন দিও। সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৫১৩

৪. ইন্তেকালের মুহূর্ত ও দরজা বন্ধের ঘটনা

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রী ও খাদেমদের বললেন আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। যখন আমার আত্মা বের হয়ে যাবে তখন তোমরা টের পাবে। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে দরজা খুলে দিও।

তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের ভেতর থেকে মিসকের ঘ্রাণ বের হতে লাগল। সাহাবিরা দরজা খুলে দেখলেন সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেছেন। তার চেহারায় নূর ছিল।

মৃত্যুর সময় তার নিকট সম্পদ ছিল মাত্র ১৫ দিরহাম। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ সংবাদ পেলেন তখন কেঁদে দিলেন আর বললেন:

আরবি: رَحِمَ اللَّهُ سَلْمَانَ، كَانَ أَمِيرًا وَمَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا
উচ্চারণ: রাহিমাল্লাহু সালমানা, কানা আমীরাও ওয়া মাতা ওয়া লাইসা লাহু ইল্লা খামসাতা আশারা দিরহামা
অর্থ: আল্লাহ সালমানের উপর রহম করুন। তিনি আমির ছিলেন অথচ মারা গেলেন মাত্র ১৫ দিরহাম নিয়ে। তাবাকাত ইবনে সাদ ৪/৮৭

৫. এই ঘটনা থেকে ৪টা শিক্ষা

১. যুহদ ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর
গভর্নর হয়ে ৫ হাজার দিরহাম বেতন পেয়েও দুনিয়ার সামান্য আসবাবকে ভয় করতেন। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস মনে ছিল। মুসাফিরের পাথেয়ের বেশি রাখা মানে হিসাবের বোঝা বাড়ানো।

২. দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় রাখা
সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়া ছাড়েননি। ঝুড়ি বানিয়ে হাল রিজিক কামিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়াকে অন্তরে জায়গা দেননি। হাতের মুঠোয় রেখেছেন।

৩. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি
মৃত্যুর আগেই কাফন কিনে রেখেছেন। দরজা বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছেন। এটা ছিল সালাফদের অভ্যাস। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন মুমিন মৃত্যুকে তার চোখের সামনে রাখে।

৪. নবির সুন্নাহর অনুসরণ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে দুই চাদরে কাফন হয়েছিলেন, সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেটাই চেয়েছেন। সাহাবিদের পুরো জীবন ছিল নবির অনুসরণ।

৬. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর খবর শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: আজ ইসলামের একটা স্তম্ভ ভেঙে গেল।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: সালমান ইলম ও হিকমতের সমুদ্র ছিলেন। তার ইন্তেকালে আমি এমন ইলম হারালাম যা আর ফিরে পাবো না।

চতুর্দশ অধ্যায়: সাঈদ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তাকওয়া

সাঈদ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হিমসের গভর্নর ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চোখের মণি।

হিমসের লোকেরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ৪টা অভিযোগ দিল।

১. তিনি সকালে দেরি করে অফিসে আসেন।
সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
আরবি: **لَيْسَ لِي خَادِمٌ، وَامْرَأَتِي مَرِيضَةٌ، فَأَنَا أَعْجِنُ وَأَخْبِزُ، ثُمَّ أَتَوَضَّأُ وَأَخْرُجُ إِلَيْهِمْ**
উচ্চারণ: লাইসা লি খাদিম, ওয়ামরাআতি মারীদাহ, ফাআনা আআজিনু ওয়া আখবিজু, সুম্মা আতাওয়াদ্দাউ ওয়া আখরুজু ইলাইহিম
অর্থ: আমার কোনো খাদেম নেই, স্ত্রী অসুস্থ। আমি নিজে আটা মাখি, রুটি বানাই। তারপর ওযু করে তাদের কাছে আসি।

২. তিনি রাতে আমাদের অভাব শোনেন না।
৩. মাসে একদিন অফিসে আসেন না।
৪. মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:
আরবি: **لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا غَسَلْتُهُ جَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى يَجِفَّ**
উচ্চারণ:
লাইসা লি ইল্লা সাওবুন ওয়াহিদ, ফাইযা গাসালতুহু জালাস্তু ফিল বাইতি হাত্তা ইয়াজিফফা
অর্থ: আমার একটাই কাপড়। সেটা ধুলে ঘরে বসে থাকি যতক্ষণ না শুকায়।

অজ্ঞান হওয়ার কারণ ছিল খাইবার যুদ্ধের স্মৃতি। তিনি তখন কাফির ছিলেন। সাহাবি হাবীব বিন আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্রুশে চড়িয়ে শহীদ করা দেখেছিলেন আর কিছু করেননি। মুসলিম হওয়ার পর মনে হতো:

আরবি: **يَا وَيْلَكَ يَا سَعِيدُ، حَضَرْتَ مَقْتَلَ عَابِدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ تَنْصُرْهُ**

উচ্চারণ: ইয়া ওয়াইলাকা ইয়া সাঈদ, হাদারতা মাকতালা আবিদিম মিন ইবাদিল্লাহি সুম্মা লাম তানসুরুহ

অর্থ: হায় আফসোস সাঈদ! তুমি আল্লাহর এক আবিদের হত্যাকাণ্ডের সামনে ছিলা, অথচ তাকে সাহায্য করো নাই।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব শুনে কেঁদে দিলেন। দুআ করলেন:

আরবি: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ خِيَارِ عِبَادِكَ، فَلَا تُخَيِّبْنِي فِيهِ**

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আলামু আন্নাহু মিন খিয়ারি ইবাদিক, ফালা তুখাইয়িবনি ফীহ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি জানি সে তোমার উত্তম বান্দাদের একজন। আমার ধারণা যেন মিথ্যা না হয়।

উপসংহার

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখিরাত চিরস্থায়ী। এই সত্য অন্তরে বসলে জীবনের গতি পাল্টে যায়। দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত। এখানে যা বপন করবো কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে তাই কাটবো।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাত শর্ত নিয়ে টিকে থাকা সহজ না। শয়তান, নফস ও দুনিয়া প্রতিদিন টানে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইলম, ইয়াকীন, কবুল, ইনকিয়াদ, সিদক, ইখলাস, মুহাব্বত নিয়ে কালেমা আঁকড়ে ধরে সে দুনিয়া ও আখিরাত দুই জায়গায় সফল হয়।

মৃত্যুকে ভুলে থাকা আল্লাহর রহমত। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা কবরের চিন্তা থাকলে দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করা যেত না। কিন্তু মাঝে মাঝে জানাযা, অসুস্থতা, আপনজনের মৃত্যু আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দেন। সালাফরা ভারসাম্য রাখতেন। দুনিয়ার কাজ এমনভাবে করতেন যেন চিরকাল থাকবেন। আখিরাতের আমল এমনভাবে করতেন যেন কালই মৃত্যু হবে।

সাহাবিদের জীবন আমাদের আয়না। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর হয়েও মৃত্যুর সময় মাত্র ১৫ দিরহাম রেখে গেছেন। সাঈদ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০ হাজার দিরহাম বেতন পেয়েও এক জামায় জীবন কাটিয়েছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক দুনিয়ার শাসক হয়েও ভয় পেতেন তার নেকি দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের উপর শুতেন। কিসরা কায়সারের আরামের সামনে তিনি বলেছিলেন তুমি কি রাজি নও তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত।

আমাদের সমস্যা হলো দুনিয়া পেয়ে গেলে ভাবি আল্লাহ খুশি। অথচ গুনাহের উপর দুনিয়া পাওয়া ইস্তিদরাজ হতে পারে। আল্লাহ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নেন মানুষ

টেরও পায় না। আবার দুনিয়া না পেলে ভেঙে পড়ি। অথচ জান্নাতে এক চাবুক রাখার জায়গা গোটা দুনিয়া থেকে উত্তম।

প্রকৃত মুসলিম হওয়া মানে চারটা কাজ। ইলম অর্জন করা। যা শিখবো তা আমল করা। দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করা। সত্য বলা ও জুলুমের সামনে দাঁড়ানো। সাহাবি, তাবিয়িরা এই পথেই হেঁটেছেন। তাদের রক্ত, ঘাম, কান্নার বিনিময়ে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি।

শেষ কথা একটাই। আজ যা করছি কাল তাই পাবো। নামাজ, রোজা, সদকা, সৎ চরিত্র হলো জান্নাতের বীজ। গুনাহ, জুলুম, মিথ্যা হলো জাহান্নামের বীজ। ক্ষুদ্র আমলকে ছোট ভাববেন না। একটা হাসি, একটা সালাম, এক গ্লাস পানিও জান্নাতের কারণ হতে পারে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে মৃত্যুর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নসিব করুন। কবরের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার তাওফিক দিন। পুলসিরাত বিজলীর গতিতে পার করার তাওফিক দিন। আমাদের শেষ ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার রিজিককে আখিরাতের শেষ রিজিক বানায় দিও না। আমাদের নেকিগুলো দুনিয়াতেই শেষ করে দিও না। আমাদের ক্ষমা করে দাও, তুমি তো ক্ষমাশীল।